দৈনিক বাংলা

001

তারিখ 21/2/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলার প্রচলন : অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা চাই

বাংলাদেশে আজ যারা শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় এমনকি বৃদ্ধ তারা প্রায় সবাই বড় হয়েছে, বড় হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের এক সর্বব্যাপী প্রভাব পরিমন্ডলের মধ্যে। কেউ সরাসরি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, কেউ বা ভাষার দাবী উচ্চারণ করতে শামিল হয়েছেন মিছিলে। কেউ বা মহৎ ভাষা আন্দোলনের ঐতিহ্য ও আদর্শ অনুসরণ করে অংশ নিয়েছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। এদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলন থেকে উৎসারিত জাতীয়তাবাদ। বলা যায় গোটা জাতি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ভাষা আন্দোলনের জয় ও সাফল্য এই খানে যে একদিন যারা এর বিরোধিতা করেছিল, তারাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে এর যৌক্তিকতা।

ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, জেল খেটেছেন এমন মানুষ আছেন আমাদের রাজনীতিতে, শাসন কার্যে, অফিসে, আদালতে, সংবাদপত্রে: শিক্ষায়তনে—এক কথায় জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে। ভাষা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, জাতীয় চেতনায় দীক্ষিত হয়েছেন এমন বহুজন আছেন দেশ পরিচালন ক্ষেত্রে।

প্রতি বছর যখন একুশে ফেব্রুয়ারী ফিরে ফিরে আসে তখন নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনের গভীর তাৎপর্য এবং মহিমা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে, স্বাধীনতা সংরক্ষণের লড়াইয়ে—বার বার ভাষা আন্দোলন আমাদের পথ দেখায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় অর্জিত জাতীয় ঐক্য এখনও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই দিনটিতে শহীদ মিনারে ও শহীদানের কবরে আমরা শ্রদ্ধার ফুল অর্পণ করি, নগ্নপদে মিছিল করি, প্রভাত ফেরীতে শামিল হই, অংশ গ্রহণ করি আলোচনা সভায়।

কিন্তু তারপরও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেন বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটছে না? বাধা কোথায়? বাধা কার? আমলাতান্ত্রিক বাধা, প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক বাধা, এক একটি রাষ্ট্রযন্ত্রের বাধা পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, বিশেষ করে এমন এক সময় যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা বাঙালীদের হাতে ছিল না। তাহলে এখন কেন বাংলা ভাষার প্রচলন ঠেকে থাকবে?

টেকনিক্যাল অসুবিধার কথা বলছি না। টেকনিক্যাল অসুবিধাকে যারা বড় করে দেখেন তারা আসলে বাংলা ভাষার প্রচলনে তেমন সিরিয়াস নন। টাইপরাইটার নেই, স্টেনোগ্রাফার নেই, পরিভাষা নেই পাঠ্যবই নেই—এসব 'নেই' জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমন তাগিদ থাকলে এসব বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যেত বহু আগে। বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কি নেই আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে। বহুদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা ভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন এমন বেশ কয়েকজন অধ্যাপকের কথাই আমরা জানি। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের কথাই ধরা যাক। বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে এক শ বছরেরও বেশি সময় পার হয়েছে। বাংলা সংবাদ পত্রে তো সারা বিশ্বের খবরই ছাপা হচ্ছে—একেক দেশের একেক ঘটনার খবর। তার সঙ্গে জড়িত নয় হেন বিষয় নেই। বিজ্ঞানের খবর, রাজনীতির খবর, খেলার খবর, মহাকাশ যাত্রার খবর, অর্থনীতির খবর, সিনেমার খবর—সব কিছুই তো বাংলায় অনূদিত ও সম্পাদিত হয়ে ছাপা হচ্ছে। এসব খবর আসে বিদেশী ভাষায় কিন্তু তাই বলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশনা তো অপেক্ষা করে থাকে না।

এর পেছনে রয়েছে দুটি কারণ। প্রথমত, বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র ছাপা না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষী পাঠক তা কিনবে না এবং দ্বিতীয়ত বাংলা সাংবাদিকতাই বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জীবিকা যোগায়। তার অর্থ হচ্ছে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হলে, বাঁচার তাগিদ থাকলে ভাষার প্রচলনে আমরা বাধ্য। যেমন সাবেক পাকিস্তানে আমাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্যে, আমাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন পরিচয় তুলে ধরার জন্য আমরা ভাষা আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলাম। কিন্তু সমাজ কাঠামো বদলায়নি বলে, সমাজের শ্রেণীগত চরিত্র অপরিবর্তিত আছে বলে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের রেশ রয়ে গেছে বলে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার প্রতিষ্ঠা লাভ সত্ত্বেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটছে না। টেকনিক্যাল অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যে গৃহীত হচ্ছে না তেমন উদ্যোগ। যদি অর্থনৈতিকভাবে বাঁচা-মরার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত করে দেয়া যেত তাহলে পরিস্থিতি ভিন্নতর হতো বলেই আমাদের ধারণা। বিদেশে চাকরি প্রত্যাশী বহু লোকই এখন আমাদের দেশে চটপট ক্লেপ কেন ইংলিশ আর আরবী শিখছেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্যে এমন তাগিদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আরবী ভাষার সাম্প্রতিক উত্থানের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। যে আরবী ভাষাকে এক সময় পশ্চিমী দেশগুলি মৃত ভাষা বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এখন সেই আরবী ভাষাকেই তারা সনভাবে কার্নিশ করছে। এর কারণ, আরবদের অর্থনৈতিক উত্থান এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা। যতদিন আরব দেশগুলি দরিদ্র ছিল ততদিন উপেক্ষিত হয়েছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

ভাষার সঙ্গে অর্থনীতির নিবিড় সংযোগের এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফার্সি যখন 'রাজভাষা' ছিল তখন এদেশের বহু মানুষই ফার্সি শিক্ষা করতো। ইংরেজীর দৃষ্টান্ত তো সামনেই আছে। তাহলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েও কেন বাঞ্ছিত মর্যাদা পাবে না? কেন বাংলা ভাষার প্রতি এই অনাদর? তার কারণ জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ভাষাকে যুক্ত করা হচ্ছে না। জাতি হিসেবে যদি আমরা সমৃদ্ধ না হই, নিজের পায়ে উঠে না দাঁড়াই তা হলে বিদেশীদের কাছেও আমাদের ভাষা মর্যাদা পাবে না। ভাষার প্রচলন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিকে জড়ানো একটি বিষয়। বিচ্ছিন্নভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে না।

আরও একটি কথা। পরিভাষা সৃষ্টির নামে তথাকথিত বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর পন্ডিত ভাষাকে পোশাকী রূপ দিয়ে রাখছেন—জনজীবন থেকে বাংলা ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াস পাচ্ছেন। উদ্ভট পরিভাষা বের করে তারা বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট করে তুলছেন। এই উৎপাত থেকেও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

আমরা আশা করবো, আমরাই যেন বাংলা ভাষা প্রচলনের পথে বাধা হয়ে না থাকি। এজন্যে চাই দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক প্রস্তুতি।

—ভাষ্যকার